দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

১৮

বরিশালের ৪টি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না

॥ বরিশাল অফিস ॥

এখানের বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ ও ল' কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন দীর্ঘদিনেও অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যদের একক আধিপত্য বিস্তার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন বেশীরভাগ ছাত্র নেতারা। নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় ঐ সকল কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। এছাড়া সৃষ্টি হচ্ছে না নতুন নেতা ও নেতৃত্ব। ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজের ছাত্র সংসদ বাকসু'র মেয়াদ দু'বছর পূর্বে শেষ হলেও রহস্যজনক কারণে সেখানে নির্বাচন দেয়া হচ্ছে না। ২০০২ সালের ১৩ আগস্ট বিএম কলেজের ছাত্র সংসদ বাকসু'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ আগস্ট নির্বাচিত সদস্যরা শপথ বাক্য পাঠ করেন। সংবিধান অনুযায়ী এক বছরের মাথায় ২০০৩ সালের ১৭ আগস্ট বাকসু'র মেয়াদ শেষ হয়। পরে বাকসু'র মেয়াদ আরো বাড়ানোর জন্য তৎকালীন ছাত্র নেতারা কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আনোয়ারুল হককে চাপ প্রয়োগ করলেও তিনি মেয়াদ বৃদ্ধি করেননি। ফলে ঐ সংসদের ভিপি মশিউল আলম খান সেন্টু ও জিএস আবু জাফর বাদলসহ নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষের বাকবিতন্ডা হয়। ১৭ আগস্টের পরে বাকসু'র মেয়াদ শেষ হলেও পুনরায় নির্বাচনের জন্য ছাত্র নেতারা আন্দোলন করতে পারেনি। অনেক ছাত্র নেতা বাকসু নির্বাচন নিয়ে আন্দোলন করতে চাইলেও দলীয় পদ হারানোর ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিছুপা হয়।

এদিকে নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক ছাত্র নেতা। এ ব্যাপারে ছাত্রদল নেতা মাহামুদ বিল্লাহ জানান, ছাত্র সংসদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ লুটপাট ও একক আধিপত্য বিস্তারের জন্যই মূলতঃ নির্বাচিত নেতারা পুনরায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতাকেও দায়ী করেন। এ ব্যাপারে জাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আনিচুজ্জামান আনিস জানান, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমরা প্রতি বছর নির্বাচন দাবি করেছি। নির্বাচনের জন্য আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করলেও রহস্যজনক কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় ছাত্র রাজনীতিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে বলেও মন্তব্য করেন। বাকসু'র ভিপি মশিউল আলম সেন্টু জানান, নিয়মিত নির্বাচন হওয়া একান্ত জরুরী হলেও সকল ছাত্র সংগঠন নির্বাচন না চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। সকল সংগঠন একত্রিতভাবে নির্বাচন চাইলে অবশ্যই নির্বাচন হবে। জিএস আবু জাফর বাদল বলেন, নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় ছাত্র রাজনীতি ঝিমিয়ে পড়ছে। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন নেতাও সৃষ্টি হচ্ছে না। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহম্মদ নাজিমউদ্দিন জানান, সকল সংগঠন কখনোই তার কাছে নির্বাচন দাবি করেনি। সকল সংগঠন একত্রিতভাবে নির্বাচন দাবি করলে নির্বাচন দিতে তার কোন আপত্তি নেই। সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় ১৫ বছর পূর্বে। নির্বাচনের জন্য বারবার দাবি তুললেও কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে তা আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি বলে দাবি করেছেন বেশীরভাগ ছাত্র নেতা। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, কলেজে ভর্তি ও বিভিন্ন পরীক্ষার চাপ থাকার কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তাদেরও দাবি সকল সংগঠন একত্রে নির্বাচন চাইলে তাদের দিতে কোন আপত্তি নেই।

সরকারি বরিশাল কলেজের ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয় ২০০৩ সালে। ভিপি পারভেজ আকন বিপ্লব জানান, অন্য দল পূর্ণ প্যানেল দিতে না পারার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেও দায়ী করেছেন। ২০০৩ সালে শেষ হয় ল' কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মেয়াদ। ২০০৫ সালে নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করা হলেও তৎকালীন সরকার দলীয় নেতারা তাদের প্রার্থী নির্বাচনে জটিলতার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এখন শুধুমাত্র বিএম কলেজ ক্যাম্পাস বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতারা মিছিল-সমাবেশে মুখরিত রাখলেও অন্য কলেজগুলোতে ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিচরণ তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা এজন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনকেই দায়ী করেছেন।